ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

বর্ষ: ১৬ সংখ্যা: ৬৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০২০

ইসলামী আইন ও বিচার

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ: ১৬ সংখ্যা: ৬৪

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০২০

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বর্ণ বিন্যাস : আলমগীর হোসাইন

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : কুরআন ও হাদীসের আলোকে একটি পর্যালোচনা ৯
মো. হারুনুর রশীদ

ইসলামে পরকীয়ার বিধান ও বাংলাদেশে প্রচলিত আইন : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৪৫
মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম মজুমদার

ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নের গুরুত্ব : সমকালীন প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ ৭৭
এম. সানাউল্লাহ

কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৯৯
ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সুদ : ইসলামের আলোকে একটি সমীক্ষা ১২৫
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কায়সার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য এখনও আমাদের প্রধানতম সমস্যা। সীমিত সম্পদ দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের এক কঠিন যুদ্ধ করে যাচ্ছে এ দেশ। দেশের সুবিধাবঞ্চিত, অতিদরিদ্র ও পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকারের একটি মানবিক প্রকল্প 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি'। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে চলমান এ কর্মসূচির আওতায় লক্ষ লক্ষ সহায়হীন ও দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছে সরকারের মানবিক সহায়তা। এ কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিটি বিষয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা পরিচালিত হলেও ইসলামী নির্দেশনার আলোকে এগুলোর সামগ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনার প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে "বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : কুরআন ও হাদীসের আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পর্যালোচনার পাশাপাশি ইসলামে সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা, ইসলামে রাষ্ট্রীয় ভাতার সূচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত সমাজ থেকে সব ধরনের সামাজিক ব্যাধি দূর করা। এসব ব্যাধির মধ্যে পরকীয়া একটি ভয়াবহ ব্যাধি। বাংলাদেশ আজ এই ব্যাধির সংক্রমণে জর্জরিত। পরকীয়ার অভিশাপ নারী-পুরুষের হত্যা, আত্মহত্যা বা বলিদানেই শেষ হয় না; বরং তার বিষক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজ। পরকীয়া প্রেমের নামে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক আজ আমাদের সমাজকে কলুষিত করছে, ভেঙ্গে দিচ্ছে সমাজ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের সামাজিক বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে। "ইসলামে পরকীয়ার বিধান ও বাংলাদেশে প্রচলিত আইন : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে তাই পরকীয়ার কালো থাবা থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি পরকীয়ার শাস্তি সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধির সঙ্গে ইসলামী আইনের তুলনা করে প্রচলিত আইনের দুর্বল দিকগুলো পর্যালোচনাপূর্বক তা পরিমার্জনের সুপারিশ করা হয়েছ।

ইসলামের সামাজিক বিধান অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও শতধা-বিভক্ত সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম বিশ্বমানবতাকে এমন এক সভ্যতা উপহার দেয়, যা মানুষকে মানবতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ঔদার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম

করতে শেখায়। ফলে আলোকিত হয় সমাজ; তিরোহিত হয় নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও ধর্মীয় কলহ-বিবাদ। ইসলামের নিরন্তর প্রয়াসে মানুষ সম্প্রদায়গত ভিন্নতা ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ ভ্রাতৃত্ব, প্রীতি, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার বিধান প্রতিফলিত হয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থায়নেও এর প্রভাব পড়ে। কেননা ইসলামী অর্থায়নপদ্ধতির মৌলিক রূপ হচ্ছে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বভিত্তিক অর্থায়ন এবং সকল অর্থায়নের বিপরীতে সম্পদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা। এই অর্থায়ন ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যবসায়ীদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবসায়িক কার্যাবলি পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে একজন ব্যবসায়ী তার প্রতি অবিচার ও জুলুমের ভয়মুক্ত হয়ে নিজের মেধা ও যোগ্যতার সবটুকু নিয়োজিত করতে পারেন এবং প্রকৃত কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে তার উপর ঋণের ভয়াবহ বোঝা বহনের অমানবিক ও অযৌক্তিক মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। ইসলামী অর্থায়নের এই পদ্ধতি ব্যবসায়ী বা ঋণগ্রহীতাকে একজন উন্নত চরিত্রের বিশ্বস্ত মানুষে পরিণত হতে সাহায্য করে, এতে তার দুনিয়ার কল্যাণ যেমন সাধিত হয় তেমনি মুসলিম হলে তার পরকালীন জীবনকেও সফল করে তোলে। পক্ষান্তরে তিনি অমুসলিম হলে দুনিয়াতে ভাল ও উত্তম মানুষ হিসেবে পরিচিত হন, যার দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়। সর্বোপরি ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থাতেই বিনিয়োগকারীর সম্পদ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও মূলধন ঝুঁকি থেকে অনেকাংশেই মুক্ত থাকে। "ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়নের গুরুত্ব : সমকালীন প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ক পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব সামাজিক সমস্যা ক্রমশ ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে তন্মধ্যে কিশোর অপরাধ অন্যতম। বর্তমান সময়ে কিশোরদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, হত্যা, মাদকসেবন, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। কিশোরদের এহেন অনৈতিক ও চরিত্র-বিধ্বংসী কাজ সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও সুশীলসমাজকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে এবং তারা একে জাতির জন্য অশনিসংকেত মনে করছেন। এ সর্বনাশা ছোবল থেকে কিশোর সমাজকে বাঁচানোর লক্ষে করণীয় নির্ধারণের জন্য প্রণীত হয়েছে, "কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি। যা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বে অপরাধের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত কিশোর সমাজকে ইসলামী আদর্শ সত্যিকারভাবে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব হবে।

ইসলামের সামাজিক বিধানের অন্যতম অংশ হলো আর্থ-সামাজিক বিধান। আদর্শ ও মূলনীতির দিক দিয়ে যা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কেননা ইসলাম মানবজাতির জন্য প্রদত্ত চিরন্তন কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম, আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা ইসলামী জীবনধারার বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মানবজীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয় না। বরং সম্পদ উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধতা-অবৈধতার বিধান দিয়ে সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশি কঠোর। করাণ সুদ একমুখী অর্থপ্রবাহের এক ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে সুদ অপরিহার্য। কিন্তু মুসলিম অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় প্রমাণিত যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুদ মোটেও অপরিহার্য নয়। এর মাধ্যমে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের যতই প্রবৃদ্ধি ঘটুক, সার্বিকভাবে তা মানব সমাজের জন্য মোটেই কল্যাণকর হতে পারে না। সুদ কিভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়, কিভাবে গ্রামীণ উন্নয়নকে ব্যাহত করে, কিভাবে দরিদ্র শ্রেণী আরো দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়, কিভাবে সুদের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায় ইত্যাদি দিক বিশ্লেষণ করে "গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সুদ : ইসলামের আলোকে একটি সমীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

আশা করি ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৬৪ তম সংখ্যায় প্রকাশিত সমসাময়িক ও আলোচিত বিষয়ে রচিত প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক